পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত)
১৮ এ, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১
রেজি : নং — ৪১৯৯

সার্কুলার নং- ৪/২০১৪ তারিখ : ১১/০২/২০১৪

সকল সদস্যর জন্য

প্রিয় সাথি,

আমাদের সংগঠনের একবিংশতিতম (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড কল্যাণ বিশ্বাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সম্মেলন স্থল কলকাতা শহরের নামকরণ করেছিলাম "কমরেড কল্যাণ বিশ্বাস নগর"।

আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি কমরেড সুখেন্দু বিকাশ নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ ও প্রতিনিধি মঞ্চের নামকরণ করেছিলাম "কমরেড সুখেন্দু বিকাশ নন্দী মঞ্চ"।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ কমরেড সুখেন্দু বিকাশ নন্দী মঞ্চে (মহাজাতি সদন, কলকাতা) কমরেড কল্যাণ বিশ্বাস নগরে (কলকাতা) আমাদের ২১তম (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আমাদের ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীরা এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হন। আমাদের সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ও অন্য সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মচারী এবং অফিসার বন্ধুগণ এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা সদস্যদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। হলভর্তি মানুষের উপস্থিতি এই প্রকাশ্য সমাবেশকে বর্ণময় এবং আক্ষরিক অর্থে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীদের সমাবেশে পরিণত করেছিল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সমাবেশে আগত সবাইকে রক্তিম অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়। কমরেড চট্টোপাধ্যায় লগ্নিপুঁজির আক্রমণ, লগ্নিপুঁজির সঙ্কট এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-এর সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের বিস্তৃত উদাহরণ তিনি ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় ক্ষেত্রে ইউ পি এ—২ সরকারের দুর্নীতি, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যর্থতা, মানুষমারা জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সার্বিক গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রায়ত্ত রাখার সংগ্রামে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনকে লাল সেলাম জানান। বর্তমান রাজ্য সরকারের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার উল্লেখ করেন। বর্তমানে রাজ্যে নারীজাতির সম্ভ্রম যেভাবে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনে ইউ পি এ—২ সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সভাপতি কমরেড সুখময় সরকার তার ভাষণে ব্যাঙ্ক শিল্পকে

রাষ্ট্রায়ত্ত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। ব্যাঙ্ক শিল্পে আগত নতুন প্রজন্মের কর্মচারীদের সম্বর্ধিত করে তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আগামী দিনে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সংগঠনের সহ-সভাপতি কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। নতুন প্রজন্মের কর্মচারীদের ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার প্রশ্নে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের শূণ্য পদে লোক নিয়োগের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের কথা তিনি ব্যক্ত করেন। আগামী দিনে ব্যাঙ্ক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাখার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন চালানোর সাথে সাথে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীর সাথে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

আমাদের ব্যাঙ্কের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এ.আই.পি.এন.বি.ও এ 'র সহ সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক দে, পি.এন.বি. স্টাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেশ সিং, পি.এন.বি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কমরেড চন্ডী ব্যানার্জী, এ.আই.পি.এন.বি.ও এ'র কলকাতা সার্কেল সম্পাদক কমরেড কৃষ্ণকুমার, পি.এন.বি ক্যান্টিন ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুনীল সানা—সকলেই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০টায় কমরেড সুখেন্দু বিকাশ নন্দী মঞ্চে (মহাজাতি সদন, কলকাতা) সংগঠনের সভাপতি কমরেড মিলন দে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার গণসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ নওয়াল কিশোর চৌধুরী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাব আমাদের দেশে ১৯৯১ সাল থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীতে ঘাটতি হ্রাস—এসবই নয়া উদারনৈতিক নীতির ফল। তিনি বলেন শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলনকে গরিব মানুষের জন্য পরিচালিত করতে হবে।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। আলোচনার পর আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয় সন্ধ্যা ৭ টায়।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সকাল ১০ টা ৪০ মিনিট প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পশ্চিমবঙ্গ)-র যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সুদীপ্ত সাহারায় 'সংগঠক হিসাবে সংগঠন মুখপত্রের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা করেন। তিনি বলেন মুখপত্র আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগঠক। মুখপত্র ভাবনার আদান প্রদানের অন্যতম হাতিয়ার। শ্রমিক আন্দোলনের চাহিদার প্রচারে মুখপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবক্ষেত্রেই 'মুখর' তার দায়িত্ব পালন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখরের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকার কামনা করে এবং 'মুখর'-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

৫জন মহিলা সহ মোট ৫৯ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির পক্ষে কমরেড হর্ষবর্ধন ভৌমিক সমবায়ের অগ্রগতি, বর্তমান কাজকর্ম এবং সুষ্ঠুভাবে সমবায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। সংশোধনী ও সংযোজনী সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কমরেড মিলন দেকে সভাপতি এবং

কমরেড অমিতাভ দে কে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী দিনের নেতৃত্বের নামের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সম্মেলনের কাজ শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

১। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে।

২। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

৩। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ, বিলগ্নিকরণ ও সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে।

৪। নয়া পেনশন প্রকল্পের বিরুদ্ধে।

৫। পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস এবং গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে।

৬। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে শূন্যপদে নিয়োগ এবং মৃত্যুজনিত কারণে পারিবারিক একজন সদস্যের নিয়োগের দাবিতে।

৭। যৌথ আন্দোলনের স্বপক্ষে।

৮। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

৯। গ্রাহক পরিষেবা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার পক্ষে।

১০। মহিলাদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে।

১১। দশম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ত্বরান্বিত করার দাবিতে।

প্রতিনিধি অধিবেশনে ভাল সংখক অবরপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সম্মানীয় প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২১-তম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রক্তিম অভিবাদন জানাই। এবারের সম্মেলনের আহ্বান হলো—নতুন প্রজন্মের সদস্যদের সংগঠনের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, সাধারণ সদস্যদের সাথে একাত্ম ও নমনীয় হয়ে নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনা করতে হবে এবং সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সমস্ত দিক থেকে সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক ভালবাসা।

পদাধিকারীদের নাম (মোবাইল নং সহ) সহ নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নামের তালিকা (মোবাইল নং সহ) সংযোজিত হল।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—

সাধারণ সম্পাদক

নির্বাচিত পদাধিকারীদের তালিকা

সভাপতি

কমরেড মিলন দে (৯৭৪৮৫৮১৮৮৮/৯৮৭৪৬৬৭৭৫৪)

সহ-সভাপতি

কমরেড সুব্রত চ্যাটার্জী	(৯৪৩৩২৬৩৫৮৪)	কমরেড অলোক দত্ত	(৯৯০৩৯৫৫৫৪০)
কমরেড নিত্য দাস	(৯৪৩৪০০০৬৭৪)	কমরেড বারিদ বরণ দাস	(৯৪৩৩১৭২৯৩৯)
কমরেড বি. কার্তিকেয়ন	(৯৮৩০০৩২২২৭)	কমরেড শিখা ঘটক	(৯৯০৩৭৭৭৬৬২)

সাধারণ সম্পাদক

কমরেড অমিতাভ দে (৯৪৩৩১৫০৮৫২/৯৯০৩৫৬৫৮৫২)

সম্পাদক

কমরেড অনুপম মিত্র (৯৪৩২২৫৯৪৮৯)

যুগ্ম সম্পাদক

কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত (৯৭৪৮১৪৯০৮৬)

কমরেড পিনাকী রায়চৌধুরী (৯৮৩০৯৮৪৪২৫)

কমরেড অবনীভূষণ চ্যাটার্জী (৯৪৩৪০৪৬৯৯৮)

কমরেড অনিমেষ সুর (৮৫৮৪৯৭৬৫৭৩/৯৪৩৩৭৪২৮৯৬)

কমরেড বুদ্ধদেব দাস (৯৮৩১৪৫৩৭৪৫/৮৪২০৩৯৯৯৮৭)

আঞ্চলিক সম্পাদক

কমরেড বিদ্যুৎ কুমার ব্যানার্জ্জী (৯৮৩১৪৩৩৯৩০)

কমরেড শান্তনু হালদার (৯৪৩৩২৮৭৮৭৮)

কমরেড মিতালী পাল (৯৪৩৪০৫৪৯৪১)

সাংগঠনিক সম্পাদক

কমরেড প্রণব চক্রবর্ত্তী (৯৪৩৩৮১৩০১৬)

কমরেড অচিন্ত্য নিয়োগী (৯৪৩৪৩৭৩৫২২)

কমরেড সুনয় বিশ্বাস (৯৯০৩৩৬১৩৯৮)

মূখ্য কোষাধ্যক্ষ

কমরেড দীপক মজুমদার (৯৮৩১৩৮৬০৫০)

সহ কোষাধ্যক্ষ

কমরেড রামতনু দত্ত (৯৪৩২২১৪২৪৯)

নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের তালিকা

১। কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস (সম্মানিত সদস্য) (৯৪৩৩১৪৪২৭১)
২। কমরেড বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী (সম্মানিত সদস্য) (৯৪৩৪১১৯৩২৩)
৩। কমরেড সুকৃৎ মিত্র (বি.সি.রোড, বর্ধমান) (৯৪৭৫০৫৩৮০৪)
৪। কমরেড সত্যব্রত দত্ত (৩১, সি. আর. এভিনিউ) (৯০৫১০১৯২২৪)
৫। কমরেড অলোক মজুমদার (ব্রাবোর্ন রোড) (৯৪৩২৩৯১২৯৬)
৬। কমরেড সুজিৎ ঘোষ (ভবানীপুর) (৮০১৭৫৪২৫৪৪)
৭। কমরেড বল্লাল সেন (লেক এরিয়া) (৯৮৩১৬৩১৫৪১)
৮। কমরেড সোমনাথ চ্যাটার্জী (ক্লাইভ রো) (৯৮৩০৬১৬৫২২)
৯। কমরেড সোমনাথ দাসগুপ্ত (বি.আর.বি.বি.রোড) (৯০০৭২৭৩৬০০)
১০। কমরেড অভয় চন্দ্র রায় (বালুরঘাট) (৯৯৩২৯৮২০৬১)
১১। কমরেড অনাদি নাথ লাহা (ডি সি ও চুঁচুড়া) (৯৪৩৩২৬৮৩০২)
১২। কমরেড গৌতম দাস (মেদিনীপুর) (৯৪৭৪৯৭৬১৯১)
১৩। কমরেড তপন সাহা (বহরমপুর) (৯৪৭৪০৭৯২১৬)
১৪। কমরেড তুষার চক্রবর্ত্তী (ধর্মতলা) (৯৮৩০৭৯২০৮৯)
১৫। কমরেড দেবাশীষ দাস (খড়গপুর) (৯৪৩৪৪১৬৬৬১)
১৬। কমরেড পি কে শ্যাম (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি) (৯৪৩৪১৯৬৫৮৫)
১৭। কমরেড প্রবীর মন্ডল (কন্টাই) (৯৫৩১৭৬৭৯২৭)
১৮। কমরেড বল্লরী ভৌমিক (লেনিন সরণী) (৯৮৩০৭৬৫৬৭০)
১৯। কমরেড রত্না ঘোষ (আই.বি.বি, কলকাতা) (৯৮৩০৯৯১৪৩৪)
২০। কমরেড লিপিকা চক্রবর্ত্তী (লায়ন্স রেঞ্জ) (৯৯০৩৯২২৭১০)
২১। কমরেড সুতপা চক্রবর্ত্তী (লায়ন্স রেঞ্জ) (৯৬৭৪২৩৯১২০)
২২। কমরেড শক্তিপদ কুলভি (নিউ মার্কেট) (৯৮৩১৩৬৬৩২১)
২৩। কমরেড সনজিৎ রায় (জলপাইগুড়ি) (৯৭৭৫৮৬৬৩২৩)
২৪। কমরেড সুজয় চক্রবর্ত্তী (বারুইপুর) (৯৮৩৬০০৭৯৭৮)
২৫। কমরেড দীপক নস্কর (যাদবপুর) (৯৩৩২৩১১৭৮৪)
২৬। কমরেড চূড়ামণি সেনাপতি (বাঁকুড়া) (৯৪৭৪৯৩২৯৪২)
২৭। কমরেড উজ্জ্বল দত্ত (হাবড়া মিউনিসিপালিটি) (৯৪৩৪৫০৩১০৭)
২৮। কমরেড তিমির মন্ডল (গড়িয়া) (৮৬২০৯০৫৯৯২)
২৯। কমরেড আবির বিক্রম রায় (লিলুয়া) (৮০১৩৮২৫৫৫৩)
৩০। কমরেড দিবাকর দে (কন্টাই) (৯৪৩৪৯৯১৪০৪)
৩১। কমরেড নৃসিংহ প্রসাদ সরকার (আর.সি.সি. কলকাতা) (৯৪৩৩৯০৮৩৮৮)

নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য

১। কমরেড মোতি ভট্টাচার্য (৯৪৩৪১৬৭৮২৩)

২। কমরেড অলক দাস (৯৪৭৭৫৫৫২৬৯)

৩। কমরেড অঞ্জন গাঙ্গুলী (৯৮৩০৪৫৩৭৪৮)

৪। কমরেড স্বপন সরকার (৯৪৩৩৮০৩৩৭৯)

নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ সদস্যদের তালিকা

১। কমরেড অশোক পাল (হাবড়া বাজার) (৯৪৩৪১৩৬০০৫)

২। কমরেড অভিজিৎ সরকার (সাউথগড়িয়া) (৯৪৩৩৮২৭৯১৯)

৩। কমরেড আইকা বালাজি (সার্কেল অফিস, কলকাতা) (৯২৩১৬০৪২৩০/৯০০৭৭৫৫৪০৩

৪। কমরেড এ. আর. নাগর (সি ডি পি সি, কলকাতা) (৯০৫১০৪০৭০৫)

৫। কমরেড গৌতম মজুমদার (ভবানীপুর) (৯৮৩১৯২৬৩৯৮)

৬। কমরেড চারুলাল মিস্ত্রি (নিউমার্কেট) (৯৭৩৫৭৮০৩১২)

৭। কমরেড তাপস চ্যাটার্জ্জী (বারাসত) (৯৮৩০০৪০৫৮৩)

৮। কমরেড পার্থ রায় (এ টি এম রোড) (৯০৫১৭৫৯৪৪২)

৯। কমরেড পূর্ণেন্দু শেখর রায় (লিলুয়া) (৯৮৩০১১২৫১৬)

১০। কমরেড প্রশান্ত ভৌমিক (সেক্সপীয়র সরণী) (৯৮৩০৫৩৮১১৭)

১১। কমরেড ভাস্বতী দাস (ব্রাবোর্ন রোড) (৯৪৩২২৩১৪৩২)

১২। কমরেড মঞ্জু দত্ত (গড়পার) (৯৪৩২৩৫৮৬৯২)

১৩। কমরেড মনোজিৎ ঘোষ (জোনাল অডিট অফিস, কলকাতা) (৯৯০৩১৭২৭৭৯)

১৪। কমরেড মালা দে (আর.সি.সি, কলকাতা) (৯৪৩২৪৭০০১৯)

১৫। কমরেড রমা চট্টরাজ (ক্লাইভ রো) (৯৯০৩৭৯৩১৬১)

১৬। কমরেড শাস্বতী দে (আর.সি.সি, কলকাতা) (৯৯০৩৭৯৫০৫২)

১৭। কমরেড শিব শঙ্কর সাহা (গড়পার) (৯১৬৩৬২৭২৩৬)

১৮। কমরেড সন্দীপ পাল (বড়বাজার) (৯৩৩৯৬৯০৮৯০)

১৯। কমরেড কনক মুখার্জ্জী (ব্রাবোর্ন রোড) (৯৮৩৬৩১৬৩৬০)

২০। কমরেড আশীষ চক্রবর্ত্তী (কারেন্সি চেস্ট, ব্রাবোর্ণ রোড) (৯৬৭৪০৮৪৪৪০)

২১। কমরেড সমর কুমার দাস (বালিগঞ্জ) (৯৮৩৬০১৬০৫৪)

২২। কমরেড পলাশ মন্ডল (বিরাটি) (৯৮৩১৭০৭৯২৪)

২৩। কমরেড শিবপদ দাস (বনগাঁ) (৯৭৩৫৪৭১৪৮৩)

২৪। কমরেড জগন্নাথ ব্যানার্জ্জী (ইছাপুর) (৯৮৩৬৪৮৭৫৭৮)

২৫। কমরেড গৌতম মৈত্র (জে. এন. মুখার্জী রোড) (৯০৬২৩৮৭৬২৮)

২৬। কমরেড ভাস্কর চক্রবর্তী (এম.জি.রোড) (৯০০৭১০৮৬৩৩)

২৭। কমরেড জয়দীপ দে (চাকদাহাট) (৯৮৩১০১৮৪৩৩)

২৮। কমরেড সুরজিৎ মজুমদার (পানা) (৯৪৭৪৮৮৩৫৯৭)

২৯। কমরেড সুমিত সোম (আর.এ.বি. সল্ট লেক) (৯৮৩১৩৪৬১৫৯)

৩০। কমরেড কিশোর চ্যাটার্জ্জী (কেঠোপোল) (৯৮৩১৮৪৯৯০১)

৩১। কমরেড দিলীপ সোনকার (শিবপুর) (৯৮৩০৩০৩৪৬১)

৩২। কমরেড প্রহ্লাদ নাথ (গড়িয়া) (৯৮৩৬২৫৩২৯৫)

৩৩। কমরেড শুভজিৎ দাস (টালিগঞ্জ) (৮৯৮১৩১৫৫০১)

৩৪। কমরেড সঞ্জীব দাস (জাকারিয়া স্ট্রিট, কলকাতা) (৯৬৭৪২১২৫৮২)

৩৫। কমরেড অনিল কৃষ্ণ পাল (কেয়াতলা রোড) (৮৪২০৯৪৫৯৭৭)

৩৬। কমরেড দেবাশীষ দত্তগুপ্ত (নিউমার্কেট) (৯১৬৩৩৯৪২০০)

৩৭। কমরেড সুব্রত চক্রবর্ত্তী (সল্টলেক সেক্টর-১) (৯৮৩০৬৮২২৮৩)

৩৮। কমরেড মলয় কুমার বালা (সল্টলেক সেক্টর ৫) (৯৮৩০২১৪৫১৯)

৩৯। কমরেড মৌসুমী দাস (বেলিয়াঘাটা) (৯৮৩০২৪৩০৮৩)

৪০। কমরেড মৃণাল চক্রবর্ত্তী (সার্কেল অফিস, কলকাতা) (৯৮৩৬৯৬৪৩৩১)

৪১। কমরেড দীপক কুইলা (বাকরাবাঁধ) (৯৬৭৯৪৫০৩৫১)

৪২। কমরেড সুব্রত চক্রবর্ত্তী (চাঁদরা) (৯৫৩১৫০৮২০২)

৪৩। কমরেড সন্দীপ পোরেল (কেন্দা) (৯৯৩২০৭৫৭৮২)

৪৪। কমরেড কালান্দার আনসারি (পুরুলিয়া) (৯৪৭৪৫১১৪১৪)

৪৫। কমরেড বাদল বেরা (কেশিয়ারি) (৯৭৩২৫৭৩৭১৭)

৪৬। কমরেড প্রভাবরী ব্যানার্জ্জী (মালঞ্চ রোড খড়গপুর) (৭৮৯০৫৮৬০৫৯)

৪৭। কমরেড অশোক শ্যামল (ললাট) (৭৬০২০৮৩৭৫১)

৪৮। কমরেড অসিত প্রামাণিক (মন্ডলকুপি) (৯৪৩৪৯৫৮৭০০)

৪৯। কমরেড লক্ষণ মুর্মু (পরিহাটি) (৯৭৩৫৭৬২২৪৫)

৫০। কমরেড অজিত খান (সরবেরিয়া) (৯৭৩৩৬১৭২২৮)

৫১। কমরেড সন্দীপ বেরা (ঘাটাল) (৯৮০৪৫৬২৩৩০)

৫২। কমরেড শুভঙ্কর দে (কারেন্সি চেস্ট, মেচেদা) (৯৭৭৫৫১৩৬৫৮)

৫৩। কমরেড দিলীপ কুমার মাইতি (বয়াল) (৮৯৬৭৫৬২৪৭৯)

৫৪। কমরেড দিলীপ কুমার পন্ডা (তমলুক) (৯৭৩২৬৭৮৮৬৮)

৫৫। কমরেড অভিজিৎ দে (ভি.এম.এ. চৈতন্যপুর) (৮২৯৬২৭১২৫২)

৫৬। কমরেড অসিত কুমার পট্টনায়ক (পাঁশকুড়া) (৮০০১৪৭২৭৯০)

৫৭। কমরেড উমেশ চৌবে (কারেন্সি চেস্ট, খড়গপুর) (৯০০২১০১৪৭৯)

৫৮। কমরেড দীপঙ্কর কুমার (গুপ্তিপাড়া) (৯৭৪৮০২৯৮০৪)

৫৯। কমরেড দেবাশীষ গোস্বামী (নিমডাঙ্গি) (৭৬০২৫৭৩৭৩৯)

৬০। কমরেড মৃদুল রায় (চন্দননগর) (৯০৬২৫৬৪৮৪৩)

৬১। কমরেড দীপঙ্কর মুখার্জ্জী (সার্কেল অফিস, বর্ধমান) (৯৯৩২২৪২৮৮৯)

৬২। কমরেড সাহেব মোদক (ভাসতারা) (৯৭৭৫৩৮৮৭৯২)

৬৩। কমরেড জয়ন্ত কুমার ঘোষ (বি.সি. রোড, বর্ধমান) (৯১৬৩৯১৪২২২)

৬৪। কমরেড শঙ্কর কুমার বণিক (ভিরিঙ্গী, দুর্গাপুর) (৯৪৭৪৮৮১৫৩৫)

৬৫। কমরেড বাচ্চেলাল যাদব (কারেন্সি চেস্ট, দুর্গাপুর) (৮৯০০৫৯৪৫২৯)

৬৬। কমরেড দেবজিৎ দত্ত (বাঙ্কোলা, বর্ধমান) (৯৪৭৫২২০৭৬৫)

৬৭। কমরেড তপন কান্তি মজুমদার (বস্তিন বাজার, আসানসোল) (৯৪৩৪৭৪৬০৪৬)

৬৮। কমরেড সুব্রত সাঁতরা (খতিয়ার) (৯৫৪৭৪৯৪১৫৬)

৬৯। কমরেড বিল্লেশ্বর লাহা (জয়পুর বাঁকুড়া) (৮০১৬২২৩৫৫৩)

৭০। কমরেড সুভাষ গুপ্ত (সান্তোর, বাঁকুড়া) (৯৪৩৪৩১৩৫৬৫)

৭১। কমরেড অভিজিৎ সাহা (বেওয়া, মুর্শিদাবাদ) (৯০৩৮৩৪৮৫০৭)

৭২। কমরেড অনিন্দ্য দে (কারেন্সি চেস্ট, শিলিগুড়ি) (৯৪৩৪০৩২০০০)

৭৩। কমরেড সুজিত কুমার সরকার (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি) (৯৪৩৪৩৭৬৬৪৭)

৭৪। কমরেড দেবাশীষ মিশ্র (রায়গঞ্জ) (৯৪৭৬৪৬৯৯৯৩)

৭৫। কমরেড রাজীব পাল (কোচবিহার) (৯৮০০৮৭২৯৭৮)

৭৬। কমরেড সৈকৎ পাল (মালদহ) (৯০৪৬০৯৪৭৯৮)

৭৭। কমরেড আশীষ মজুমদার (কৃষ্ণনগর) (৯৪৭৫২৭৫২২৬)